**বাছুরেই স্বপ্ন বুনন**

পাহাড় ও কাঁঠাল বাগান বেস্টিত ‌ইউ এলও অফিস, উখিয়া, কক্সবাজার দূর থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও ‌ঐ জায়গাটুকুতে একজনের দরাজ কন্ঠের খিস্তি খেউরিতে আশপাশের প্রতিবেশিরা বেশ বিরক্ত। স্বামীর সারাদিনের কস্টার্জিত উপার্জনে এতোদিন নিজেকে বেশ আরাম আয়েশে রাখলেও গত হওয়ার পর ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেশ কস্টেই সে দিনাতিপাত করছে।

পুতিন্নার মা নামে সকলের কাছেই পরিচিত। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে চাকুরির সাত মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কাকতালিয়ভাবে অফিস প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর সুখ দু:খের কথা বলার জন্য প্রায়ই অফিসে এসে ঘুর ঘুর করতো। কাউকে তোয়াক্কা না করলেও অফিস প্রধানকে সে সমীহ করে চলতো। স্বামী এ অফিসে চাকুরি করতো, প্রাণিসম্পদ অফিসও তার বাড়ির পাশে, কিন্তু সে বাছুর বাঁচাতে পারতো না। ফলে তার নিজের পরিবারের জনসংখ্যা গাণিতিক হারে এতদিন বাড়ালেও গবাদি পশুর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সে ব্যর্থ। কস্টের কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাত পা ঝেড়ে শরীরের দুলোনি দিয়ে বকাবকি করতে থাকে আর মুখ দিয়ে পানের ফিসকি বের হতে থাকে।

 চাকুরি জীবনের প্রথমেই তারই গোয়ালের সাত মাসের গাভীন গরুটি দিয়েই পরিক্ষা শুরু করলাম। গর্ভাবস্থায় যে ধরনের পরিচর্যা করতে হয় তা তাকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। নিয়মিত খাবারের পাশাপাশি বাড়তি খাবার, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম প্রদান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় আরাম-আয়েশে রাখা ইত্যাদি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন তার বাড়িতে যাওয়ার মাধ্যমে। ক্রিমির ঔষধ প্রদানের কথা বলার সাথে সাথে মনে হলো আকাশ থেকে পড়ল। গর্ভাবস্থায় ক্রিমির ঔষধ প্রদান করা যায় এ অঞ্চলের মানুষ তা কখনো শোনেনি। প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আলাদা স্থানে রাখার সকল প্রস্তুতি চলছিলো সময়মত।

একদিন ভোর বেলায় চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘুম থেকে জেগে দেখি পুতিন্যার মা বলছে স্যার স্যার তাড়াতাড়ি আসেন মরণী বাচ্চা দিচ্ছে। আদর করে প্রতিবেশীর পরামর্শে এ নাম রাখলেও বিশ্বাস হলো এ নামের বাচ্চা কম মারা যায়। আলো আঁধারিতে মুখের অবয়ব দেখেই বুঝলাম বেশ খুশী সে, কোনো কষ্ট ছাড়াই মরণী বাচ্চা প্রসব করেছে। প্রাথমিক পরিচর্যার সকল দিক তাকে বুঝিয়ে বললাম। জন্মের আধা ঘন্টার মধ্যে বাছুরকে মায়ের শাল দুধ খেতে দিতে হয়। নাভি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শরীরের ওজন অনুসারে দুধ খাওয়ানো, পনের দিনের মধ্যে ক্রিমিনাশক প্রদান, তিন সপ্তাহ বয়স থেকে দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি কচি ঘাস খেতে দিতে হবে।

 নাদুস নাদুস শরীর আর শামুকের ঝনঝনানিতে বাড়ির উঠোন সে মুখরিত রাখে। আমাকে ভালোবাসলেও বা কিছুটা বিশ্বাস করলেও বাছুরের গলায় কিন্তু হুজুরের দেওয়া তাবিজ ঝুলানো হয়েছে। নিয়মিত পরিচর্যা আর আদর যত্নে গত এক বছরে তার ওজন প্রায়ই সত্তর কেজির মতো হয়। শাহীওয়াল জাতের বাচ্চা দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় দেড় বছরে আড়াই মণের মত ওজন হবে। চোখে পড়ার মতো হওয়ায় রাত্রিতে দুই থেকে তিনবার উঠে উঠে তাকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। মরণীর আবার বাচ্চা দেবার সময় হয়ে এসেছে।

 একদিন সক্কাল বেলা বেশ চাপা কান্নার রোল, আমাকে ভয়ে কেউ কিছু বলছে না। কম্পাউন্ডার এসে বলল-স্যার গরুটাতো বিক্রি করে ফেলেছে আর মেজ ছেলেকে বিদেশ পাঠাচ্ছে। তিন চার দিন পর পুতিন্ন্যার মা আমার সামনে এসে হাউমাউ করে কেঁদে কেঁদে বলল স্যার আপনি আমার গরুগুলা দেখবেন আমার আর কেউ নেই। জিজ্ঞাসা করলাম কত বিক্রি করলেন-সত্তর হাজার টাকা। চাপা কান্নার রোল চলতে থাকলো....সাথে প্রশংসা......

 বর্তমান কর্মস্থলে এসে দেখলাম এখানেও একই অবস্থা। প্রতি বছর শতশত বাছুর মারা যাচ্ছে সঠিক যত্ন আর পরিচর্যার অভাবে। যদি গর্ভবতী গাভী আর বাছুরের সঠিক যত্ন আর পরিচর্যা করা যায় তাহলে এদের উৎপাদন থেকেই সাধারণ কৃষক পুতিন্ন্যার মার মতো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন বুনতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

ডা: গৌতম চন্দ্র দাস

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

০১৮১৮২৯০০১৪